KHOAI
ISSN 2319-8389, Vol : 35, Issue : 35

খোয়াই

সংখ্যা ৩৫ : ২৫ বৈশাখ ১৪২৬ /2019
শান্তিনিকেতন

KHOAI
ISSN 2319 – 8389, Vol : 35, Issue : 35

খোয়াই

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-মূলক সংকলন

সম্পাদক

কিশোর ভট্টাচার্য

সংখ্যা ৩৫ : ২৫ বৈশাখ ১৪২৬

শান্তিনিকেতন

ISSN 2319 – 8389, Vol : 35, Issue : 3

KHOAI

A Collection on Literature and Culture

Chief Editor

Kishore Bhattacharya

VOLUME 35

9 MAY 2019

SANTINIKETAN, BIRBHUM, PIN- 731235, W.B. INDIA

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		
গীত-বাদ্য-নৃত্তের ক্রমবিবর্তন	প্রিয়ব্রত চন্দ্র	১
ভারতীয় সংগীত ও তার বিকাশ	অসিত ঘোষ	৩
ইতিহাস চর্চা : প্রসঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় বর্ধমান	সারওয়ার্দি হাসান	৬
MUKUL CHANDRA DEY : AN ARTIST OF SANTINIKETAN	Mangaldip Mondal	১০
বিগত	মণিকুন্তলা রায়	২১
কালো আঁধার রাত	সুতপা মুখার্জ্জী	২১
হতেও পারে	মধুমিতা শাশমল	২২
দায়	চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়	২৩
'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীর উৎস বিচার : প্রসঙ্গ লৌকিক সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য	মানিক মৈত্র	২৪
শান্তিনিকেতনের খ্রীষ্টোৎসব ও তার গান	সুনেত্রা মজুমদার	৩৩
যাত্রাভাবনা : উৎপল দত্ত	পিয়াসা চৌধুরী	৩৬
রবীন্দ্রসংগীত দর্শনে সৌন্দর্যবোধ	তনুশ্বেতা চট্টোপাধ্যায়	৩৯
জীবনানন্দের কবিতায় : মৃত্যুচেতনার আলোকে জীবনবোধ	কৃষ্ণ দাস	৪৫
মতি নন্দীর উপন্যাস ও ছোটগল্পের পারস্পরিক রূপান্তর ও ঐক্য	বিলাসকুমার মণ্ডল	৪৯
অন্য দিনেন্দ্রনাথ : অনন্য দিনেন্দ্রনাথ	সব্যসাচী দত্ত	৫৯
চল্লিশ দশকের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে কলকাতা : একটি পর্যালোচনা	চন্দ্রশেখর হালদার	৬২
অনিল সরকারের কবিতায় মানব অধিকার	পিয়ালী দাস	৭৮
'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ	মধুমিতা সাঁতরা	৮৩
দ্বিতীয় পর্বের খোঁজে একটি উপন্যাস কীভাবে	ইন্দ্রাণী রুজ	৮৬
বিষ্ণু দে-র কবিতায় পুরাণ-প্রসঙ্গ	পল্লবী সাহা	৮৮
আফসার আমেদের একটি উপন্যাস : 'সেই নিখোঁজ মানুষটা'	শিউলি বসাক	৯৩
বর্তমান বাংলা সাহিত্য : বহুমাত্রিক প্রবণতা থেকে বহুমাত্রিক প্রবলহীনতা	সুস্মিতা পাল	৯৮

'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ

মধুমিতা সাঁতরা

বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'সবুজপত্র', 'কল্লোল' প্রভৃতি জনপ্রিয় পত্রিকার পাশাপাশি সাড়ম্বরে আবির্ভূত হয়েছিল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকা। 'বিচিত্রা'র সম্পাদকের উদ্দেশ্য ছিল একটি সুরুচিসম্পন্ন পত্রিকার প্রকাশ। 'বিচিত্রা'য় একই সঙ্গে লিখতেন রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র। তবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'বিচিত্রা'র প্রধান লেখক।

'বিচিত্রা'র সম্পাদক উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কখনই কুন্ঠিত হতেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'নটরাজে'র জন্য সহস্র মুদ্রার চেক এবং 'যোগাযোগ' উপন্যাসের জন্য তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন। এইজন্য কবি খুব খুশি হয়ে ইংরেজি 'decent' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমন তাঁর সম্পর্কিত লেখার সংখ্যাও কম নয়। রবীন্দ্র কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, শিশুসাহিত্য, সাহিত্যবিচার, দুঃখবাদ, প্রকৃতিপ্রেম, বিশ্ববোধ ও মর্ত্যপ্রীতি, সাহিত্যসমালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাবন্ধিকগণ বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন। আমরা সেই আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ সম্পর্কিত দুটি রচনা আমাদের আলোচ্য বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছি।

আমাদের নির্বাচিত প্রবন্ধ দুটির একটি হল আশাবতী দেবীর 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ ও রবীন্দ্রনাথ' (বিচিত্রা, ১৩৩৬, কার্তিক) এবং অন্যটি হল নলিনীকান্ত গুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ ও দুঃখবাদ' (বিচিত্রা, ১৩৩৮, মাঘ)।

আশাবতী দেবী রচিত প্রবন্ধটির প্রেক্ষাপটটি হল, অনিলবরণ রায় মহাশয় একসময় রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ সম্পর্কে কিছু অভিযোগ করেছিলেন। তার উত্তর দিয়েছিলেন 'বিচিত্রা'র সম্পাদক, এবং সেই বিষয়ে তিনি আরো আলোচনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আশাবতী দেবী তাঁর প্রবন্ধটি রচনা করেন।

অনিলবরণ মহাশয় অভিযোগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী এবং তাঁর এই দুঃখ তাঁর 'ব্যক্তিগত ভাববিলাস'। শরৎচন্দ্রের মত সমাজের দুঃখ তিনি বুক পেতে গ্রহণ করেননি। তাঁর কাব্যপ্রকৃতি 'রাজসিক' এবং সে রাজসিকতাও 'মৃদুসুরের খেলা'। আশাবতী দেবী এই সকল অভিযোগের বিরোধিতা করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথই আধুনিক অস্বাস্থ্যকর দুঃখবাদের জন্মদাতা', একথা তিনি মেনে নিতে পারেননি। তিনি রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাংশ উদ্ধৃত করে তাঁর দুঃখবাদের স্বরূপ পরিস্ফুট করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি বলেছেন : ''দুঃখকে ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়াই তিনি বরণ করিয়াছেন। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকই এরূপ করে, রাজসিক প্রকৃতির লোকে অসহিষ্ণু হয়।''[১]

অনিলবাবুর মতে, দুঃখের আনন্দ তীব্র আনন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ শুধু এই আনন্দটুকুই বোঝেন। আশাবতী দেবী এর উত্তরে আর একবার তাঁকে 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি' পড়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন।

অনিলবাবু রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির যে গানের শেষের পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের উদাহরণ দিয়েছেন, আশাবতী দেবী সেই গানেরই প্রথম দিকের পংক্তিগুলি তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে গানটি দুঃখের গান নয়।[২]

তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সুখ দুঃখ দুটি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। দর্শনে pleasure বাদ যেমন কর্তব্যবাদের কথা বলে, রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদও তেমনি আনন্দের কথা বলে।

অনিলবাবু দুঃখের অনুভূতি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে তুলনা করেছেন, আশাবতী দেবী সেই সম্পর্কে বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। সুতরাং তাঁর কবিতার স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাঁর বেদনাবোধ সীমায়িত।